

প্রাইমারি এক্সাম ব্যাচ (যমুনা ও মেঘনা)

Exam-3

১। বাংলা ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা কতটি?

- (ক) ৩৭ টি
- (খ) ২৫ টি
- (গ) ৩০ টি*
- (ঘ) ৩৯ টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু বাকপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায় সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- বাংলা বর্ণমালায় মোট ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে।
- মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ৩০টি এবং মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি।
- ৩০টি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি হলো: [ক], [খ], [গ], [ঘ], [ঙ], [চ], [ছ], [জ], [ঝ], [ঞ], [ট], [ঠ], [ড], [ঢ], [ত], [থ], [দ], [ধ], [ন], [প], [ফ], [ব], [ভ], [ম], [য], [র], [ল], [শ], [ষ], [স], [হ], [ড়], [ঢ়]।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)

২। নিচের কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি নয়?

- (ক) অ
- (খ) আ
- (গ) এ
- (ঘ) ঈ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু মুখগহ্বরে কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।
- বাংলা ভাষায় মোট ১১টি স্বরবর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি।
- মৌলিক স্বরধ্বনি গুলো হলো: [অ], [আ], [ই], [উ], [এ], [ও], [অ্যা]

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)

৩। বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণ মাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কতটি?

- (ক) ২৫টি
- (খ) ২৬টি*
- (গ) ৩০টি
- (ঘ) ৩২টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণ মাত্রার মোট বর্ণ রয়েছে ৩২টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ আছে ৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আছে ২৬টি।
- পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণগুলো হলো: অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ।
- পূর্ণমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণগুলো হলো: ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, ঝ়।
- অর্ধমাত্রার বর্ণ মোট ৮টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১টি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি (খ, গ, ঙ, থ, ধ, প, শ)।
- মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ১০টি। স্বরবর্ণ ৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি (ঔ, ঋ, ঌ, ঍, ঐ, ঐ)।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

৪। এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে কী বলা হয়?

- (ক) অক্ষর*
- (খ) মাত্রা
- (গ) যৌগিক স্বরধ্বনি
- (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে অক্ষর বলে। যেমন: বন্ধন=বন্+ধন। এখানে বন্ এবং ধন দুটি অক্ষর।
- সুতরাং অক্ষর এবং বর্ণ এক নয়। বর্ণ হচ্ছে একক কোন ধ্বনির লিখিত রূপ।
- অন্যদিকে, মাত্রা বলতে অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে বুঝায়।
- মৌলিক স্বরধ্বনি হলো সেসব ধ্বনি যাদেরকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি।
- পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

৫। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি আছে কতটি?

- (ক) ২টি
- (খ) ৪টি*
- (গ) ৬টি
- (ঘ) ৭টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে।
- বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে ৪টি। যথা: [ই], [উ], [এ], [ও]।
- এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ দীর্ঘ করা যায় না। যেমন: 'চাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [ই] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)

৬। নিচের কোনটি দ্বিস্বরধ্বনির উদাহরণ?

- (ক) দুই*
- (খ) তিন
- (গ) চার
- (ঘ) পাঁচ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিস্বরধ্বনি বলে। যেমন: দুই।
- 'দুই' (উ+ই) শব্দটিতে দুটি অর্ধস্বরধ্বনি একত্রিত হয়ে দ্বিস্বরধ্বনি গঠিত হয়েছে।
- এরূপ আরো উদাহরণ হলো:
[আই]: তাই, নাই
[এই]: সেই, নেই
[আও]: যাও, দাও
[এউ]: কেউ, ঘেউ ইত্যাদি।
- বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত রয়েছে। যথা: ঐ এবং ঔ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)

৭। নিচের কোনটি তালব্য বর্ণ?

- (ক) ত
- (খ) ট
- (গ) ঘ
- (ঘ) জ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বর্ণ বলা হয়।
- তালব্য বর্ণগুলো হলো: চ, ছ, জ, ঝ, শ।
- অপরদিকে, ট, ঠ, ড, ঢ, ঙ, মূর্ধন্য বর্ণ।

- ক, খ, গ, ঘ, ঙ এগুলো কণ্ঠ ব্যঞ্জন।
- ত, থ, দ, ধ, ন হলো দন্ত বর্ণের উদাহরণ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)।

৮। উচ্চ সংবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?

- (ক) উ*
- (খ) এ
- (গ) আ
- (ঘ) অ্যা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উচ্চারণের সময়ে জিহ্বের উচ্চতা অনুযায়ী, জিহ্বের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।
- ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)

৯। ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে কী বলা হয়?

- (ক) ফলা
- (খ) কার
- (গ) অনুবর্ণ*
- (ঘ) যুক্তবর্ণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে অনুবর্ণ বলা হয়। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।
- ফলা হলো ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলা বর্ণে ফলা ছয়টি। যথা: ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা এবং ন বা ণ-ফলা।
- যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময় বর্ণকে সংক্ষেপ করার দরকার হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ যেমন: স্, স্ক, স্ক ইত্যাদি।
- রেফ হলো র-এর অনুবর্ণ (ঃ)

- কার হলো স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। স্বরবর্ণে মোট ১০টি কার রয়েছে। যথা: া, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)

১০। যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় তাকে কী বলা হয়?

- (ক) অল্পপ্রান ধ্বনি
- (খ) মহাপ্রাণ ধ্বনি*
- (গ) ঘোষ ধ্বনি
- (ঘ) অঘোষ ধ্বনি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালায় প্রতি বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি হলো মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন: খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ড, থ, ধ, ফ, ভ।
- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না তাকে অল্পপ্রান ধ্বনি বলে। প্রতি বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি হলো অল্পপ্রান ধ্বনি। যেমন: ক, গ, চ, জ, ট, উ, ত, দ, প, ব।
- ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। প্রতি বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি। যেমন: গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম।
- কোন কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। এগুলোকে অঘোষ ধ্বনি বলা হয়। বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি। যেমন: ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ।
- তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১১। নিচের কোনটি সঠিক নয়?

- (ক) ঙ্গ=ঞ+জ
- (খ) ঞ্গ=ঞ+গ
- (গ) ঙ্গ=ঙ+ছ*
- (ঘ) ঞ্গ=হ+ম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোন স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হয়। এভাবে গঠিত ধ্বনি সমষ্টিকে যুক্তবর্ণ বলা হয়।
- উপর্যুক্ত যুক্তবর্ণের মধ্যে অপশন (গ) এর বিশ্লেষণটি ঠিক নয়। এর সঠিক রূপ হলো: ঙ্গ=ঙ+ছ।
- এরূপ কিছু যুক্তবর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ হলো:

- ক্ষ=ক্+ষ
- ঙ্গ=ঙ+গ
- জ্ঞ=জ্+ঞ
- ঞ=ঞ+চ
- ক্ষম=ক্+ষ্+ম
- হ্ন=হ্+ণ
- হ্ম=হ্+ম্ব ইত্যাদি।

- তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১২। নিচের কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ?

- (ক) দেশি>দিশি
- (খ) গ্রাম>গেরাম*
- (গ) জানালা>জানলা
- (ঘ) জন্ম>জন্ম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো কোনো সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে মধ্যে স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। যেমন: গ্রাম>গেরাম, হর্ষ>হরষ, শ্লোক>শোলোক, মুক্তা>মুকুতা প্রভৃতি।
- অপরদিকে, জানালা>জান্লা হলো স্বরলোপের উদাহরণ।
- দেশি>দিশি হলো স্বরসঙ্গতির উদাহরণ।
- জন্ম>জন্ম হচ্ছে সমীভবনের উদাহরণ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৩। একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে কী বলা হয়?

- (ক) অপিনিহিতি
- (খ) স্বরাগম
- (গ) অসমীকরণ*
- (ঘ) সমীভবন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত করা হলে তাকে অসমীকরণ বলা হয়। যেমন: ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ।
- অপরদিকে, পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন: আজি>আইজ, সত্য>সইত্য।

- উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোন শব্দের আদিতে, মাঝে বা শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আনাকে স্বরাগম বলে। যেমন: স্কুল > ইস্কুল (আদি স্বরাগম), রত্ন > রতন (মধ্য স্বরাগম), সত্য > সত্যি (অন্ত্যস্বরাগম)।
- শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তার সমতা লাভ করাকে সমীভবন বলে। যেমন: জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৪। বসতি > বস্তি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?

- (ক) সম্প্রকর্ষ*
- (খ) সমীভবন
- (গ) বিষমীভবন
- (ঘ) অন্তর্হতি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ। যেমন: বসতি > বস্তি, জানালা > জানলা ইত্যাদি।
- অপরদিকে, বিষমীভবন হলো দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তন। যেমন: শরীর > শরীল।
- পদের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন: ফাল্গুন > ফাগুন।
- শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন: কাঁদনা > কান্না।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৫। নিচের কোনটিতে ধ্বনি বিপর্যয় ঘটেনি?

- (ক) বাকস > বাসক
- (খ) পিশাচ > পিচাশ
- (গ) কবাট > কপাট*
- (ঘ) লাফ > ফাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন:
বাকস > বাসক
রিকসা > রিসকা
পিশাচ > পিচাশ
লাফ > ফাল
- কবাট > কপাট হলো ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ।

- শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন: ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৬। পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে কী বলে?

- (ক) ব্যঞ্জন বিকৃতি
- (খ) ব্যঞ্জনচ্যুতি
- (গ) অন্তর্হতি*
- (ঘ) অভিহ্রতি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলা হয় অন্তর্হতি। যেমন:
ফাল্গুন > ফাগুন
ফলাহার > ফলার
আলাহিদা > আলাদা
- অপরদিকে, ব্যঞ্জনচ্যুতি বলতে পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একটির লোপ পাওয়াকে বুঝায়। যেমন: বউদিদি > বউদি।
- ব্যঞ্জনবিকৃতি হলো শব্দ-মধ্যে কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনির সংযুক্তি। যেমন: ধোবা > ধোপা।
- বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিহ্রতি বলে। যেমন: শুনিয়া > শুনে।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৭। নিচের কোনটি ভিন্ন?

- (ক) শরীর > শরীল
- (খ) লাল > নাল
- (গ) লাগাল > নাগাল
- (ঘ) লাফ > ফাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শরীর > শরীল, লাল > নাল, লাগাল > নাগাল প্রভৃতি বিষমীভবনের উদাহরণ।
- দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।
- অপরদিকে লাফ > ফাল হলো ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ। সুতরাং এটি ভিন্ন।

- শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জননের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন: পিচাশ>পিশাচ, মগজ>মজগ, ডেস্ক>ডেকস প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৮। 'সকাল > সন্ধ্যা'- এটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?

- (ক) ব্যঞ্জনচ্যুতি
- (খ) ব্যঞ্জনবিকৃতি
- (গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব*
- (ঘ) ব্যঞ্জনলোপ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনদ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে।

সকাল>সন্ধ্যা

পাকা>পাক্সা

বড়> বড্ড

কিছু>কিচ্ছু

ছোট>ছোট্ট প্রভৃতি।

- ব্যঞ্জনবিকৃতির উদাহরণ হলো: লেবু > নেবু, ধোবা > ধোপা প্রভৃতি।

- ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ হলো:

- বড় দাদা>বড়দা, বউদিদি>বউদি প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

১৯। নিচের কোনটি অভিশ্রুতির উদাহরণ?

- (ক) শুনিয়া>শুনে*
- (খ) আজি>আইজ
- (গ) কন্যা>কইন্যা
- (ঘ) উড়ানি>উড়নি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন:

শুনিয়া>শুইন্যা>শুনে

বলিয়া>বইল্যা>বলে

মাছুয়া>মাউছ্যা>মেছো

হাটুয়া>হাউট্রা>হেটে প্রভৃতি।

- অপরদিকে, আজি>আইজ, কন্যা>কইন্যা হলো অপিনিহিতির উদাহরণ।

- উড়ানি>উড়নি হলো স্বরসঙ্গতির উদাহরণ। অন্যান্য উদাহরণ হলো: মিথ্যা>মিথ্যে, ফিতা>ফিতে, তুলা>তুলে (প্রগত স্বরসঙ্গতি), বুনা>বোনা, শুনা>শোনা, দেশি>দিশি (পরাগত), বিলাতি>বিলিতি, জিলাপি>জিলিপি (মধ্যগত স্বরসঙ্গতি) প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

২০। 'তর্ক > তর্ক' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?

- (ক) সমীভবন
- (খ) ব্যঞ্জনলোপ
- (গ) র-কার লোপ*
- (ঘ) অন্ত্যস্বরাগম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। এগুলোকে র-কার লোপ বলা হয়। যেমন:

তর্ক> তর্ক

করতে>কন্তে

মারল>মাল্ল

করলাম>কল্লাম

- অপরদিকে, সমীভবনের কিছু উদাহরণ হলো:

লগ্ন>লগগ

গল্ল>গল্প

কর্তা>কন্তা

বিশ্রি>বিচ্ছিরি প্রভৃতি।

- ব্যঞ্জনলোপ বা ব্যঞ্জনচ্যুতির উদাহরণ হলো:

বউদিদি>বউদি

বড়দিদি>বড়দি

- অন্ত্যস্বরাগমের উদাহরণ হলো:

দিশা>দিশা

সত্য>সতি

বেঞ্চ>বেঞ্চি

পোখত>পোক্ত

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

২১। a ও b দুইটি বিজোড় সংখ্যা। নিচের কোন সংখ্যাটি জোড়?

(ক) ab

(খ) $2a + 4b^*$

(গ) $a + b + 1$

(ঘ) $b + 2a + 2$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দুইটি বিজোড় সংখ্যা $a = 3$ এবং $b = 5$ ধরি।
তাহলে $2a + 4b = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 6 + 20 = 26$;
যা একটি জোড় সংখ্যা।

২২। নিচের কোন ভগ্নাংশটি ছোট?

- (ক) $\frac{2}{5}$
- (খ) $\frac{8}{9}$
- (গ) $\frac{1}{3}^*$
- (ঘ) $\frac{3}{4}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{1}{3} = 0.33$
 $\frac{3}{4} = 0.825$
 $\frac{2}{5} = 0.8$
 $\frac{8}{9} = 0.88$

২৩। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখতে ৫ সংখ্যাটি কতবার আসে?

- (ক) ১০
- (খ) ১১
- (গ) ১৮
- (ঘ) ২০*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১-১০০ এর মধ্যে ৫ সংখ্যাটি যতবার আসে- ৫, ১৫, ২৫, ৩৫, ৪৫, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৭৫, ৮৫, ৯৫ = ২০ বার (এখানে ৫৫ তে ২ বার ৫ আছে)।

২৪। একটি বাঁশের $\frac{1}{3}$ অংশ কাদায়, $\frac{3}{4}$ অংশ পানিতে এবং ৬ হাত পানির উপরে আছে। বাঁশটি কত হাত লম্বা।

- (ক) ৬০ হাত
- (খ) ৭০ হাত
- (গ) ৮০ হাত
- (ঘ) ৯০ হাত*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পানির উপরে আছে = $1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{12}$

$$\therefore \frac{1}{12} \text{ অংশ} = ৬ \text{ হাত}$$

$$১ \text{ বা সম্পূর্ণ অংশ} = ৬ \times ১২ = ৭২ \text{ হাত।}$$

২৫। কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সাথে ৫ যোগ করলে যোগফল ১৭ হবে?

- (ক) ৪
- (খ) ৫
- (গ) ৬*
- (ঘ) ১০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মনে করি, সংখ্যাটি = ক
প্রশ্নমতে, $২ক + ৫ = ১৭$
বা, $২ক = ১৭ - ৫$
বা, $২ক = ১২ \therefore ক = ৬$

২৬। নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি বৃহত্তম?

- (ক) $\frac{3}{8}$
- (খ) $\frac{8}{9}$
- (গ) $\frac{1}{9}^*$
- (ঘ) $\frac{9}{13}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{1}{9} = 0.11$
 $\frac{8}{9} = 0.88$
 $\frac{3}{8} = 0.375$
 $\frac{9}{13} = 0.69$

২৭। দুইটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর ১৯৯ হলে বড় সংখ্যাটি কত?

- (ক) ১০০*
- (খ) ৯০
- (গ) ৮০
- (ঘ) ৭০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মনে করি, বৃহত্তম সংখ্যাটি = ক + ১
ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি = ক
প্রশ্নমতে, $(ক + ১)^২ - (ক)^২ = ১৯৯$
বা, $ক^২ + ২ক + ১ - ক^২ = ১৯৯$
বা, $২ক = ১৯৯ - ১$
বা, $২ক = ১৯৮$
 $\therefore ক = ৯৯$

$$\therefore \text{বৃহত্তম সংখ্যাটি} = ক + ১ = ৯৯ + ১ = ১০০$$

২৮। কোন সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম?

- (ক) $\frac{১}{১১}$
- (খ) $\frac{২}{২১}$
- (গ) $\frac{৩}{৩১}$
- (ঘ) $\sqrt{০.০২}^*$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{১}{১১} = ০.০৯০৯$
 $\frac{২}{২১} = ০.০৯৫$
 $\frac{৩}{৩১} = ০.০৯৬$
 $\sqrt{০.০২} = ০.০১৪১$

২৯। ৬০ থেকে ৮০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার বিয়োগফল হবে?

- (ক) ৮
- (খ) ১৮*
- (গ) ৫০
- (ঘ) ৫২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৬০ থেকে ৮০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা = ৭৯
৬০ থেকে ৮০ এর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা = ৬১
 $\therefore \text{বিয়োগফল} = ৭৯ - ৬১ = ১৮$

৩০। কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?

- (ক) ০.৩
- (খ) $\sqrt{০.৩}^*$
- (গ) $\frac{১}{৩}$
- (ঘ) $\frac{২}{৫}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ০.৩
 $\sqrt{০.৩} = ০.৫৪৭৭$
 $\frac{১}{৩} = ০.৩৩$
 $\frac{২}{৫} = ০.৪$

৩১। পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার সাথে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল কত?

- (ক) ৮৯৯৯৯*
- (খ) ১০০০০
- (গ) ১৯১৯৯
- (ঘ) ৯৬৯৯৯

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯৯
পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০০
 $\therefore \text{বিয়োগফল} = ৯৯৯৯৯ - ১০০০০ = ৮৯৯৯৯$

৩২। একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য ১ এবং সমষ্টি ৭। ভগ্নাংশটি কত?

- (ক) $\frac{৪}{৩}^*$
- (খ) $\frac{২}{৫}$
- (গ) $\frac{৩}{৪}$
- (ঘ) $\frac{১}{৬}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মনেকরি, ভগ্নাংশটির লব = ক
ভগ্নাংশটির হর = ক - ১
প্রশ্নমতে, $ক + ক - ১ = ৭$
বা, $২ক = ৭ + ১$
বা, $২ক = ৮$
 $\therefore ক = ৪$

∴ ভগ্নাংশটির লব = ৪

ভগ্নাংশটির হর = ৪ - ১ = ৩

∴ ভগ্নাংশটি = $\frac{৪}{৩}$

৩৩। কোন সংখ্যাকে ৪, ৫, ৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ৩ হয়?

(ক) ৩৩

(খ) ৬৩*

(গ) ১২৩

(ঘ) ২৩৪

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ $৬৩ \div ৪ = ১৫$; ভাগশেষ ৩

$৬৩ \div ৫ = ১২$; ভাগশেষ ৩

$৬৩ \div ৬ = ১০$; ভাগশেষ ৩

৩৪। একখন্ড জমির $\frac{৩}{৮}$ অংশের মূল্য ৩৭৫ টাকা

হলে ঐ জমির $\frac{১}{৫}$ অংশের দাম কত?

(ক) ৩৫০

(খ) ৩০০

(গ) ২৫০

(ঘ) ২০০*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ $\frac{৩}{৮}$ অংশ জমির মূল্য = ৩৭৫ টাকা

∴ ১ অংশ জমির মূল্য = $৩৭৫ \times \frac{৮}{৩} = ১০০০$ টাকা

সুতরাং $\frac{১}{৫}$ অংশ জমির মূল্য = $১০০০ \times \frac{১}{৫}$ টাকা
= ২০০ টাকা

৩৫। দুইটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬। সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু ৯৬ হলে, গ.সা.গু কত?

(ক) ১৬*

(খ) ২৪

(গ) ৩২

(ঘ) ১২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ আমরা জানি,

দুইটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু \times গ.সা.গু

বা, $১৫৩৬ = ৯৬ \times$ গ.সা.গু

বা, গ.সা.গু = $\frac{১৫৩৬}{৯৬}$ ∴ গ.সা.গু = ১৬

৩৬। একটি ভগ্নাংশের হার ও লবের অনুপাত ৩ : ২। লব থেকে ৬ বাদ দিলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যায়, সেটি মূল ভগ্নাংশের $\frac{২}{৩}$ গুণ হয়। ভগ্নাংশটির লব কত?

(ক) ১২

(খ) ১৬

(গ) ১৮*

(ঘ) ২০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ মনেকরি,
ভগ্নাংশটির লব = ২ক
ভগ্নাংশটির হর = ৩ক
প্রশ্নমতে,

$$\frac{২ক - ৬}{৩ক} = \frac{২}{৩} \times \frac{২}{৩}$$

$$\text{বা, } \frac{২ক - ৬}{৩ক} = \frac{৪}{৯}$$

$$\text{বা, } ১৮ক - ৫৪ = ১২ক$$

$$\text{বা, } ১৮ক - ১২ক = ৫৪$$

$$\text{বা, } ৬ক = ৫৪$$

$$\text{বা, } ক = ৯ \quad \therefore \text{ভগ্নাংশটির লব} = ২ \times ৯ = ১৮$$

৩৭। ৩, ৯, ২৭ ধারার পরের সংখ্যাটি কত?

(ক) ৩০

(খ) ৬৩

(গ) ৩৬

(ঘ) ৮১*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ ১ম পদ = ৩

$$২য় পদ = ৩ \times ৩ = ৯$$

$$৩য় পদ = ৯ \times ৩ = ২৭$$

$$৪র্থ পদ = ২৭ \times ৩ = ৮১$$

৩৮। নিচের ভগ্নাংশগুলোর মাঝে কোনটি বৃহত্তম?

(ক) $\frac{৩}{৪}$

(খ) $\frac{৪}{৭}$

(গ) $\frac{৬}{৭}$ *

(ঘ) $\frac{৭}{৯}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{3}{8} = 0.৩৭৫$;
- $\frac{8}{9} = 0.৮৮৮৮৮$
- $\frac{6}{9} = 0.৬৬৬৬৬$
- $\frac{১}{৯} = 0.১১১১১$

৩৯। -১ থেকে কত বিয়োগ করলে শূন্য হয়?

- (ক) ১
- (খ) ০
- (গ) -১*
- (ঘ) -২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $= ১ - (-১)$
 $= -১ + ১$
 $= ০$

৪০। $\frac{২}{৩} \div \frac{৪}{৫}$ এর $\frac{২০}{২১}$ কত?

- (ক) $\frac{১}{৬}$
- (খ) $\frac{৮}{২১}$
- (গ) $\frac{৫}{৮}$ *
- (ঘ) $\frac{২}{৩}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{২}{৩} \div \frac{৪}{৫} \times \frac{২০}{২১} = \frac{২}{৩} \div \frac{৮০}{১০৫} = \frac{২}{৩} \times \frac{১০৫}{৮০}$
 $= \frac{২১০}{২৪০}$
 $= \frac{৭}{৮}$

